প্রথম আলো

তারিখ 07 JUL 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ধনী-গরিবের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য প্রকট : বিবিএসের জরিপ

স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসুবিধা ধনীরাই বেশি পায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো মৌলিক সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এ দেশে ধনীরাই এগিয়ে। গরিবেরা এসব সুবিধা অপেক্ষাকৃত কম পায়। এ কারণে ধনী-গরিবের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বহু নির্দেশক গুচ্ছ জরিপ বা মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১২-১৩-তে এ চিত্র পাওয়া গেছে। গত রোববার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জরিপটি প্রকাশ করে। এই জরিপের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, স্যানিটেশন, বাল্যবিবাহ, শিশু উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকের তথ্য হালনাগাদ করা হয়।

এই জরিপে সম্পদ বিবেচনায় জনগোষ্ঠীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছে বিবিএস। জরিপে সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে গরিব এমন ২০ ভাগ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুবিধাপ্রাপ্তির তথ্যও দেওয়া হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসহ সব সূচকেই গ্রামের চেয়ে শহরের মানুষ বেশি সুবিধা পায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসুবিধা

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক বিনায়ক সেন *প্রথম আলোকে* বলেন, সামাজিক এই বঞ্চনা শেষ না হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে বৈষম্য কমবে না। ফলে উৎপাদনশীলতা বা আয়ের বৈষম্যও কমবে না। প্রজন্ম ধরেই তা থেকে যাবে। তিনি বলেন, ধনী দেশে আয়বৈষম্য থাকলেও সামাজিক বৈষম্য নেই। ফলে সেসব দেশের গরিব পরিবারের সন্তানেরাও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে যেতে পারেন। তাঁর মতে, আয়বৈষম্য কমলে দারিদ্র্য কিছুটা মোচন হতে পারে। কিন্তু গরিবেরা কখনো মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত হতে পারবে না। সামাজিক বৈষম্য থাকলে কোনো দেশ কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করতে পারবে না।

শিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ধনী-গরিবের বৈষম্য বেশ প্রকট। ধনী পরিবারের শিশুরাই প্রাথমিক শিক্ষা বেশি পায়। জরিপে দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে ধনী-গরিবের বৈষম্য অনেক। দেশের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র এমন ২০ ভাগ জনগোষ্ঠীর শিশুদের সাড়ে ৬৪ শতাংশই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। আর সবচেয়ে বেশি ধনী ২০ ভাগ পরিবারের ৮১ দশমিক ৪ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় অংশ নেয়।

জরিপের ফল অনুযায়ী, দেশের ৭৩ দশমিক ২ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ছেলেশিশুদের চেয়ে মেয়েশিশুদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। প্রতি ১০০ জন মেয়েশিশুর মধ্যে ৭৬ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, আর ছেলেশিশু যায় ৭১ জন। এখানেও ধনী পরিবারের মেয়েশিশুরাই এগিয়ে আছে। প্রায় ৮২ শতাংশ ধনী পরিবারের মেয়েশিশু স্কুলে যায়, আর দরিদ্রতম পরিবারের মধ্যে হার ৬৭ দশমিক ৩ শতাংশ।

কিন্তু জরিপে দেখা গেছে, গত সাত বছরের ব্যবধানে ছেলে ও মেয়েশিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের প্রবণতা কমেছে। ২০০৬ সালে প্রতি ১০০ জন মেয়েশিশুর ৮৪ জন স্কুলে যেত, ছেলেশিশুদের মধ্যে ৭৯ জন।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে ধনীরাই এগিয়ে আছে। সবচেয়ে বেশি ধনী এমন ২০ ভাগ জনগোষ্ঠীর ৬৬ শতাংশ শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায়। আর সবচেয়ে দরিদ্রতম ২০ ভাগ জনগোষ্ঠীর শিশুদের মাত্র ২৪ দশমিক ১ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায়।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি : স্বাস্থ্য খাতের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও ধনীরা এগিয়ে। বিশেষ করে শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্যসুবিধা ও তথ্য জানার প্রবণতা ধনীদের মধ্যেই বেশি। রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে তাঁরা এসব তথ্য জানতে পারে। শিক্ষার হার বেশি হওয়ায় তাঁদের মধ্যে সচেতনতাও বেশি।

জরিপে দেখা গেছে, শিশুর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়া দুটি লক্ষণের একটি সম্পর্কে ধারণা রয়েছে দেশের ৪৬ শতাংশ মায়ের। এর মধ্যে সাড়ে ৪৯ শতাংশই ধনী পরিবারের সদস্য। আর ৪৪ শতাংশ দরিদ্র পরিবারের মা। ডায়রিয়া হলে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রায় ৭৯ শতাংশই খাবার স্যালাইন বা বাসায় বানানো এমন তরল ওষুধ খায়। সেখানে ধনী পরিবারের প্রায় ৮১ শতাংশ শিশু এ পথ্য পায়। এ পথ্য পায় দরিদ্র পরিবারের ৭৭ শতাংশ শিশু।

অন্যদিকে ধনী পরিবারের প্রতি ১ হাজারে ২৯ নবজাতকের মৃত্যু হয়। দরিদ্র পরিবারে এ সংখ্যা ৫৯। আর পাঁচ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যু হয় ধনী পরিবারে প্রতি হাজারে ৩৫, দরিদ্র পরিবারে ৭৯ জন।

পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতি পাঁচ শিশুর দুজনের জন্মনিবন্ধন করা হয়। সবচেয়ে ধনী ২০ ভাগ পরিবারের সাড়ে ৪৬ শতাংশ শিশুর জন্মনিবন্ধন করা হয়েছে। আর সবচেয়ে দরিদ্র এমন ২০ ভাগ পরিবারের মাত্র ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ শিশুর নিবন্ধন হয়েছে। এমন ধনী পরিবারের প্রায় ৭৩ শতাংশ শিশুর জন্ম হয় দক্ষ চিকিৎসাসেবায়। আর দরিদ্র পরিবারের সাড়ে ৭৩ শতাংশ শিশুর জন্মের সময় এ সুবিধা মেলে না।